ভোরের কাগজ ১৪২ 22 DEC 1998

শিক্ষা এবং সামাজিক দায়িত্ব

প্রফেসর খান সারওয়ার মুরশিদ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় মহাধ্যক্ষ, মাননীয় উপ-মহাধ্যক্ষ, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষকমণ্ডলী, স্নাতকবৃন্দ এবং সুধীবৃন্দ :

১.

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে যখন উপ-মহাধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে এবারের সমাবর্তনে ভাষণ দেয়ার জন্যে অনুরোধ করেন, আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল আমি এ সম্মানের যোগ্য কিনা। অন্যদিকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্বৎ সমাজের ডাক উপেক্ষা করি এমন শক্তিও আমার নেই। তাই এ আমন্ত্রণকে আদেশ মেনেই বিনম্র চিত্তে আপনাদের স্নাতক-সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছি। আপনারা আমার সকৃতজ্ঞ অভিবাদন নিন।

আমি যখন প্রথম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আসি তখন আমার জীবনসূর্য মধ্যগগনে, আর আজ এসেছি তার অস্তলগ্নে। আমার এখানকার উজ্জ্বলতম স্মৃতি একটি উদ্দীপনাময় বিশেষ সমাবর্তন যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ফরাসী ঔপন্যাসিক দার্শনিক-মুক্তিসৈনিক আঁদ্রে মালরোকে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করার জন্যে। স্মরণীয় যে সত্তরোর্ধ্ব মালরো আমাদের মুক্তিযুদ্ধে একটি ট্যাঙ্ক বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে চেয়েছিলেন, আর তাঁর এই প্রতীকী সমর্থন আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল, বিশ্ববিবেককে তীক্ষ্ণভাবে জাগিয়ে দিয়েছিল।

স্বাধীনতার পর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের এটিই প্রথম সাধারণ সমাবর্তন। সিকি শতাব্দীর অধিক সময় পর হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়নাভিরাম এ সারস্বত কৃত্যটি আবার সম্পন্ন হচ্ছে এ জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন। আর এই সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এমন একজনের পৌরোহিত্যে যাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা অশেষ।

আপনাদের ১৯৭৩-এর সমাবর্তন এবং এবারের সমাবর্তনের মধ্যে একটি বিষয়ে আমি মিল খুঁজে পাই। সেদিনের বিশেষ সমাবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন একজন বিরাট নৈতিক ব্যক্তিত্ব। আজকের সমাবর্তনের প্রধান এমন একজন মানুষ যিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মহাধ্যক্ষ হিসেবে, একজন ঋজু অনাড়ম্বর মানুষ হিসেবে, সঙ্গত এবং জরুরি সমাজ সমালোচনা এবং অকুণ্ঠ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে নিজের এক কঠোর-সুন্দর ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দেশবাসীর চোখে তাঁর নৈতিক শক্তি তাঁর সাংবিধানিক অবস্থানকে অতিক্রম করেছে, ঔজ্জ্বল্য দিয়েছে। এ সুযোগে তাঁকে আমার বিশেষ অভিবাদন।

২.

এ সমাবর্তনে আমন্ত্রিত হওয়ার পর থেকেই ভাবছি এ উপলক্ষে আমি কী বলতে পারি যা আপনারা আগে বহুবার শোনেননি, যা নেহাত ফাঁকা আদর্শের কথা হবে না এবং যা আমরা উৎসব শেষ হওয়ার আগেই ভুলে যাব না। বস্তুত, আদর্শের কথা উচ্চারণ করতেই আজকাল ভয় হয়, কারণ সমাজে নিহত আদর্শের সংখ্যা কম নয় এবং 'সিনিসিজম' অর্থাৎ শুভবোধের অভাব এবং অবিশ্বাস ব্যাপক। অথচ আদর্শ এবং বিশ্বাস আমাদের প্রয়োজন, বিশেষ করে এ মুহূর্তে যখন এ দুটো জিনিসের এত অভাব, সেই সঙ্গে ইতিহাসের দীর্ঘদৃষ্টি, যা থাকলে অব্যবস্থিত বঞ্চিত এবং নিরাপত্তাহীন বর্তমান আমাদের ...াড়া করলেও একেবারে কাবু করতে পারবে না। ...মাদের মূল্য দিয়ে কষ্ট করে পাওয়ার ইতিহাসটা ...নের পুরোভাগে রাখতে হবে।

বাংলাদেশ একই সঙ্গে হতাশা এবং আশার ...শ, সঙ্কট এবং সম্ভাবনার দেশ, এ কথা সকলকে ...নতে হবে। এ দেশে ধ্বংসপ্রবণতা নাটকীয়ভাবে ...শ্যমান, কিন্তু বিকাশের ধারাটিতেও নাটকীয়ভাবে গতি সঞ্চার হচ্ছে। আমরা ...জিটিমেসি-হীন শাসন থেকে প্রতিনিধিত্বশীল ...তন্ত্রে উপনীত হয়েছি, যদিও তা এখনো ...প্রাপ্তবয়স্কতার কারণে নানা বিরোধ-কন্টকিত, ...তি ও আইন প্রণয়নে দ্বিপাক্ষিকতায় অনাগ্রহী ...ং ক্ষমতায় আরোহণ অবরোহণের সুনির্দিষ্ট ...তান্ত্রিক ছন্দটি ভাঙতে বড় উৎসাহী; আমরা ...দীয় গণতন্ত্রে ফিরে এসে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক ...কারের ধারণাকে বাস্তব রূপ দিয়েছি এবং তার ...নে সৎ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর ...ত করেছি, আমরা পার্বত্য অঞ্চলে শান্তির ...সুগম করে প্রজাতন্ত্রকে সুস্থ এবং শক্তিশালী ...র পদক্ষেপ নিয়েছি, আমরা জাতির প্রতিষ্ঠাতা ...া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ...কারীদের আইনানুগ বিচার করে একটি ...দিনের পাপ ও কলঙ্কবোধ থেকে মুক্ত হতে ...ছি, সেই সঙ্গে সভ্যতা ও আইনের ধারক ...বিশ্বে আবার মাথা তুলতে পারছি! আমাদের ...প্রাকৃতিক বিপর্যয় না ঘটলে, অভাবনীয়রকম ...দশীল, দেশ খাদ্যে স্বনির্ভরতার খুব ...ছি, আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দক্ষ এবং ...কৃতিক বিপদের পৌনঃপুনিক মোকাবেলায় ...আমাদের অবকাঠামোর এক বড় দিক ...যোগ ব্যবস্থার প্রসার এবং বিস্ময়কর যমুনা ...প্রশংসার দাবি রাখেন আমাদের নারীসমাজ ...পেশা, চাকুরি এবং আধুনিকায়ন (শিল্পায়ন) ...য় ক্রমবর্ধমান হারে দৃষ্টিগোচর; আমাদের ...চিন্তা এবং তার প্রয়োগে 'গ্রামীণ'-এর ...ক অবদান দেশে ব্যাপকভাবে ফলপ্রসূ এবং ...বহুল অনুকৃত একটি শিক্ষিত বিশ্বমুখী ...উদ্যোক্তা শ্রেণীও সম্ভবত মানচিত্রে স্থান ...তালিকায় নাটক-শিল্প-সাহিত্যে অগ্রগতি ...রিপক্কতার চিহ্নগুলোকেও যোগ দিতে ...কথা মিথ্যে নয় যে দিনে দিনে আমাদের ...কিছু বেড়েছে।

...ম যৌক্তিক এবং সঙ্গত আশার পক্ষে, ...ঐতিহাসিক দীর্ঘদৃষ্টির পক্ষে, ওকালতি ...কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলিনি ...প্রতিদিনকার বাঁচার গুণগত বাস্তবতার ...শিক্ষার জন্যে, উচ্চশিক্ষার জন্যে, যে ...ক অবস্থা-সংশ্লেষ প্রয়োজন তা এদেশে ...নুপস্থিত। এর কারণ প্রধানত উচ্চকণ্ঠ ...সাত্মক রাজনীতি এবং এতদসৃষ্ট উদ্বেগ ...স্থিরতা। যে ধরনের সংশ্লেষ প্রাণী এবং ...তে একে অন্যের সঙ্গে বাঁধে; ভূমি এবং ...র সঙ্গে এক করে, সে ধরনের জীবনদায়ী ...শ্লেষ শিক্ষার সঙ্গে সমাজেরও প্রয়োজন। ...লজি' আমরা কেমন করে পাব? এ ...াব পেতে হলে দেশের ভেতরের এবং ...কিছু প্রবণতা এবং প্রভাব, সেই সঙ্গে ...চিন্তা বা চিন্তার অভাব, সাংগঠনিক ...সামাজিক দায়িত্বহীনতা এবং ...র ঘাটতির মোকাবেলা করতে হবে। ...য়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কর্তৃত্ব-...রিচালনা ব্যবস্থা এবং বিদ্যায়তনিক ...মনভাবে শিক্ষার পরিবেশকে প্রভাবিত ...একটা বিশ্লেষণ আমার পক্ষে সঙ্গত ...তা বস্তুনিষ্ঠ এবং যথাযথ করার জন্যে ...য়োজন তা আমার হাতে নেই। তবে ...সবার কাছে স্পষ্ট, এক : সার্বক্ষণিক ...যুদ্ধাবস্থা এবং সে কারণে ক্যাম্পাসে ...আমদানি এবং অবাধ ব্যবহার ...র শিক্ষার পরিবেশকে বিনষ্ট করেছে; ...র রাজনৈতিক দল, ছাত্র এবং শিক্ষক ...হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবমূল্যায়নে ...রে মিলিতভাবে অবদান রেখে ...অতি সম্প্রতি একটি নামজাদা ...য়ের একজন শিক্ষক প্রশ্নপত্র বিক্রি করেছেন, অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্ত্রধারীরা সহপাঠিনীদের সম্ভ্রম হানি করেছে। শেষোক্ত ঘটনা প্রমাণ করে একটি পথভ্রষ্ট তরুণ হাতে অস্ত্র পেলে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, ছাত্রত্ব মনুষ্যত্ব হারিয়ে কতদূর নিচে নেমে যেতে পারে।

দলীয় রাজনীতি সূত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ প্রমাণ করার জন্য আজ গবেষণার প্রয়োজন নেই। আর একথাও প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে, ছাত্র রাজনীতিভুক্ত সন্ত্রাসীরা তাদের মূল দলের অপরাধপ্রবণতা এবং অবক্ষয়েরই প্রতিনিধিত্ব করে। কেন রাজনীতিকরা বুঝতে চান না যে প্রভাব বিস্তার এবং ক্ষমতার লড়াইয়ের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যবহার করে তাঁরা কারো মন জয় করতে পারছেন না, কেবল সন্ত্রাসের অনিবার্য চর্চার দ্বারা নানা অবৈধ এবং গ্লানিকর তৎপরতায় লিপ্ত কিছু ছাত্রনেতা ও কর্মী সৃষ্টি করেছেন এবং আরো যা শোকাবহ, এ মহৎ প্রতিষ্ঠানটির মর্যাদা শুদ্ধতা এবং এর অস্তিত্বের মৌলিক ভিত্তি ধ্বংস করে দিয়েছেন, একে অগৌরবের বস্তুতে পরিণত করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কয়েকদিন আগে একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং কল্পনাঋদ্ধ ঘোষণায় দেশবাসীর কাছে অঙ্গীকার করেছেন, তাঁর দল ক্ষমতা হারালে কোনদিন হরতাল করবে না। তিনি এ দ্বারা হরতালের অতি ব্যবহার এবং অপব্যবহারের বিরুদ্ধে নাগরিকদের মনে জমে ওঠা অসন্তোষকেই শুধু স্বীকার করেননি, দেশের রাজনীতিতে যুক্তি এবং দায়িত্বশীলতা প্রতিষ্ঠার এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিয়েছেন। এরপর অর্থনীতিবিধ্বংসী জনবিরোধী হরতাল করা কারো জন্যে সহজ হবে না এবং অবিশ্বাসীদের হতাশ করে শেখ হাসিনা যদি তাঁর অঙ্গীকার রক্ষা করেন, যখন সে সময় আসে, এ দেশের রাজনীতির বয়োপ্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। আজ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান বিতরণের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে আমি প্রধানমন্ত্রীকে আরেকটি প্রাজ্ঞ এবং সুদূরপ্রসারী কল্যাণকর ঘোষণা দিতে সনির্বন্ধ আবেদন জানাব

: মাননীয়া, আপনি একককভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপনার দলের সংগঠনগুলো ভেঙে দিন, ছাত্র রাজনীতির চরিত্র বদলে দিন, তরুণ প্রজন্মকে বাঁচান, বিশ্ববিদ্যালগুলোকে স্বভূমিকায় ফিরে আসতে সাহায্য করুন, জাতির ভবিষ্যৎকে অপঘাত এবং অপচয় থেকে রক্ষা করুন। ছাত্ররা সংগঠন করবে, কিন্তু দলীয়ভাবে নয়– স্মরণীয় যে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যে ক্যাম্পাস দখলের কোন প্রয়োজন আপনার হয়নি– সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, সরকারি নিবন্ধনমুক্ত হয়ে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদিত সুচিন্তিত গণতান্ত্রিক নীতিমালার কাঠামোতে। অতীতে সঙ্কটের সময়, নেতৃত্বের শূন্যতার সময়, ছাত্ররা দলের উর্ধ্বে উঠে নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু আজ তারা প্রতিদিনকার ক্ষমতার দলীয় সংঘাতে ক্রীতদাস কিংবা লাশ। বলা বাহুল্য, এ দুর্ভাগা দেশে তরুণের আদর্শবাদ রাজনীতির বাইরে বহু অর্থপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী হরতালের বিরুদ্ধে যে অবস্থান নিয়েছেন সে অবস্থান ক্যাম্পাসে দলীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে যদি গ্রহণ করেন, অবশ্যই দেশের রাজনীতিতে একটি বিরাট গুণগত পরিবর্তন সূচিত হবে, তিনি ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ নৈতিক সিদ্ধান্তের জন্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

৪.

মাননীয় মহাধ্যক্ষ, আমি একটু আগে সমাজ-বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কের একটি দিকের উপর জোর দিয়েছি, এখন আমি এর আরেকটি দিকের মুখোমুখি হতে চাই: সমাজে পচন ধরলে বিশ্ববিদ্যালয় কি করবে– কটু দূরত্ব বজায় রাখবে, না নিজেই সংক্রামিত হবে? বিশ্ববিদ্যালয় যদি নিজেই ব্যাধিগ্রস্ত হয় তাহলে সমাজের নবায়নে তা কি ভূমিকা রাখবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের পটভূমিকা অর্থনৈতিকভাবে একটি প্রান্তিক সমাজ, যার শীর্ষে অবস্থিত একটি 'পাওয়ার এলিট' যারা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বলে মনে করে না। এ সমাজ এখনো দীর্ঘ সামরিক শাসনের অভ্যাসে পীড়িত এবং দারুণভাবে দ্বন্দ্ব ও দুর্নীতিগ্রস্ত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রাচারের অনবচ্ছেদ বৈধতা স্বচ্ছতা এখনো অর্জন করেনি এবং পরিণতির পথে অতি ধীর গতিতে অগ্রসরমান। প্রান্তিক অস্তিত্বের সংস্কৃতি, নির্মম শোষণ, ভবিষ্যৎ বিষয়ে অনিশ্চয়তা একে অনিবার্যভাবে বর্বর, পরজীবী এবং মূল্যবোধহীন করেছে। অন্যদিকে চলছে মেধাহীন জিজ্ঞাসাহীন ক্ষমতা এবং নিরাপত্তার বিভ্রান্ত অন্বেষণ। এ রকম একটা পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা হ্যামলেটের ডেনমার্ককে বাঁচাবার ভূমিকার মত। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি নিজেরাই প্রান্তিক হয়ে যেতে না চায়, তাদের সভ্যতা মানবিকতা এবং যুক্তির মূল্যকে ধারণ এবং পোষণ করার শক্তি অর্জন করতে হবে এবং এখানেই প্রয়োজন শিক্ষকের– কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবর্তন আনয়নকারী হিসেবে তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি– নিজের ভূমিকা, দক্ষতা এবং দায়িত্ববোধের প্রতি নির্দয় দৃষ্টিতে তাকানো। কোনো কোনো শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে যান না। মেধা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বেশি খরচ করেন দলীয় রাজনীতিতে আচ্ছন্ন থাকেন, পরীক্ষকের দায়িত্বে শৈথিল্য দেখান এবং সেশন জটকে সহায়তা করেন, পরীক্ষার ফল নির্ধারণে পক্ষপাতের উর্ধ্বে নন, বিশ্ববিদ্যালয় বহির্ভূত বিবেচনায় বৌদ্ধিক সততা বিসর্জন দেন, এমনকি দলীয় অনুগ্রহ লাভের আশায় কেউ কেউ ছাত্র সন্ত্রাসীদের অস্ত্রের জিম্মাদার হয়েছেন এবং পুরস্কৃত হয়েছেন- এমন সব অভিযোগ শোনা যায় কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে (এসব অভিযোগের কোনো কোনোটি প্রমাণিত, কোনো কোনোটি প্রমাণযোগ্য নয়)। শিক্ষকের ভূমিকার প্রসঙ্গে শিক্ষার মানের কথাও ওঠে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনসহ অনেকের বিশ্বাস শিক্ষার মান নিম্নগামী : চারটি প্রথম শ্রেণী পাওয়া ছাত্রও নাকি ভাষা এবং বিশ্লেষণে দুর্বল। উচ্চতর ব্যবস্থাপনার স্তরে দক্ষ ব্যক্তি এ দেশে মেলা কঠিন বলে একজন আন্তর্জাতিক করপোরেশন প্রধান দাবি করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে বাইরে থেকে মেধাবী কাউকে কদাচিৎ ঢুকতে দেওয়া হয়। যাহোক একটা জিনিস পরিষ্কার : বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়-সমাজ সম্পর্কের অনবতি ঘটেছে। আমি বিশ্বাস করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগ শিক্ষক দায়িত্বশীল এবং নিষ্ঠাবান, তা না হলে এতো অবহেলা, এতো আক্রমণ, বাইরে থেকে এবং ভিতরে থেকে সংঘটিত নৈরাজ্য সত্ত্বেও এ প্রতিষ্ঠান টিকে থাকতে পারতো না। তবুও স্বীকার করতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ- তার বিদ্যায়তনিক নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক পুনর্বাসন। সরকার, রাজনৈতিক দল, ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সকলকে এ কাজে সহযোগী হতে হবে, কেননা বড় এবং দূর-প্রসারী লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যৌথ উপলব্ধি এবং প্রচেষ্টার প্রয়োজন যা একমাত্র গণতন্ত্রে সম্ভব। অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজেদের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে সমাজের নবায়নে অংশ নিতে হবে।

৫.

শিক্ষার মানের প্রসঙ্গে এসে যায় আরেকটি জরুরী কথা : জাতীয়তাবোধ, শিক্ষাতত্ত্ব, স্বভাব-সব বিবেচনাতেই শিক্ষার মাধ্যমে মাতৃভাষা হওয়া যথার্থ এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হয়েছেও তাই। কিন্তু ইংরেজি জ্ঞানের প্রত্যাশিত বাজার-চাহিদা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকরা মেটাতে পারছে না বলে তারা নিয়োগ-অযোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে। এর ফলে যে ব্যর্থতাবোধ, হতাশা এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দুপক্ষের মনে যে অনাস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা একটি অঘোষিত জাতীয় বিপর্যয়। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের

> **আপনি একককভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপনার দলের সংগঠনগুলো ভেঙে দিন, ছাত্র রাজনীতির চরিত্র বদলে দিন, তরুণ প্রজন্মকে বাঁচান, বিশ্ববিদ্যালগুলোকে স্বভূমিকায় ফিরে আসতে সাহায্য করুন, জাতির ভবিষ্যৎকে অপঘাত এবং অপচয় থেকে রক্ষা করুন। ছাত্ররা সংগঠন করবে, কিন্তু দলীয়ভাবে নয়**

ইংরেজির জ্ঞান নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে ইংরেজিতে রচিত মূল গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা পড়ে কাজে লাগাতে পারে না, এ কথা ঠিক যে, ইংরেজিতে রচিত মূল গ্রন্থের উপর ছাত্রছাত্রীদের এতকাল নির্ভরশীল থাকতে হবে শিক্ষা পরিকল্পনা তা ভাবেনি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় যাদের ভর্তি করবে চার বছর পড়ার পরও তাদের একটি ভাষাজ্ঞানের ঘাটতি দূর হবে না এবং তারা চাকরির বাজারে বাতিল বলে গণ্য হবে, এ বিরাট অপচয় ও ঔদাসিন্য কি গ্রহণযোগ্য? শিক্ষাতত্ত্বের দাবি এবং ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জনের দাবির মধ্যে কোন বিরোধ নেই, ব্যর্থতা আমাদের সংকল্প এবং ব্যবস্থাপনার। আমার মতে এ সমস্যার সমাধান বিশ্ববিদ্যালয়কেই করতে হবে, কেননা উল্লিখিত অসাফল্যের ভাগী এ প্রতিষ্ঠানটি এবং এর স্নাতকরা।

শিক্ষার আলোচনায় কেমন শিক্ষা আমরা চাই এ প্রশ্নটি এক পর্যায়ে অনিবার্য এবং এর জবাব দিতে হলে আরও কতগুলো পরস্পর- গ্রথিত প্রশ্ন ওঠে : কেমন সমাজ আমাদের কাম্য, কেমন নাগরিক এবং স্নাতক আমরা চাই। এরিস্টটল বলেছিলেন নাগরিকদের শিক্ষিত হতে হবে তাদের রাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী। আমাদের ১৯৭২-এর রক্তস্নাত সংবিধানটি ক্ষতবিক্ষত এ কথা সবাই জানেন, কিন্তু তাতে বিস্মিত করার মত কিছু জিনিস অস্ত্রোপচারের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, যেমন : 'সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার' (৮:১), সমবায়ী এবং ব্যক্তিগত মালিকানার পাশাপাশি 'রাষ্ট্রীয় মালিকানা' (১৩ : ক খ গ) এবং 'পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশ' (১৫ : ক খ গ ঘ), প্রায় পূর্ণ 'সামাজিক নিরাপত্তার' অধিকার (১৫ : ক খ গ ঘ)-'জনগণের পুষ্টি স্তর উন্নয়ন', (১৮:১), 'নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন, (১৯:২)- এ সবের মধ্যে যে সব অঙ্গীকার আছে তাঁর বাস্তবায়নের জন্যে প্রয়োজনে সুপ্রীম কোর্টের শরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে বলে কোন কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি মনে করেন। এই চমৎকার ভিত্তির উপর আমরা নির্মাণ করতে পারি, এক সুন্দর সমাজ সকল নাগরিকের জন্যে গঠন করতে পারি। প্রসঙ্গত আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আরোপিত বাজার ধনবাদ, 'বিনিয়ন্ত্রণ', 'কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস', যা বাস্তবে স্থায়ী অসাম্য এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের স্থায়ী দারিদ্র্য ডেকে আনবে তা কিছুতেই কাম্য হতে পারে না। এ পরিকল্পিত অন্যায় আমাদের উপর চেপে বসে থাকবে কেন?

আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক এবং দেশের অর্থমন্ত্রীরা জনগণের পক্ষে না হলেও ইতিহাস, আমার বিশ্বাস, পরিণামে জনগণের পক্ষে। শতাব্দী শেষের পৃথিবী একই সঙ্গে পরিবর্তন-চঞ্চল, সঙ্কটকবলিত এবং অপরিমেয় সম্ভাবনার উৎসদ্বারে। কালান্তরে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য থেকে জানি, সোভিয়েত সমাজতন্ত্র যথেষ্ট মার্জিত বা মানবিক ছিল না, ব্যক্তির মূল্য এবং অধিকারের দমন, অস্ত্র প্রতিযোগিতার চাপ, এ সব কারণে তা ধসে গেছে। তবে তার বিকল্প আগ্রাসী ধনবাদের চেহারাটা কত কুৎসিত এবং নিষ্ঠুর বিশ্ববাসী তাও প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু আর্থ-রাজনীতির 'পরাজিত ধারা'র ভিতরের মূল সত্যটি এশিয়ার বিখ্যাত বাজার অর্থনীতির বিপর্যয়ে নাটকীয়ভাবে প্রকটিত হয়েছে, আন্তর্জাতিক ধনবাদের উল্লিখিত পুলিশী সংস্থাগুলোও মনে মনে তাদের খবরদারির ব্যর্থতার জন্যে অভিযুক্ত বোধ করছে এবং তাদের আত্ম-প্রত্যয়ে চিড় ধরেছে। কল্যাণমুখী রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তার পুনরুত্থান ঘটেছে, একাগ্র বাজার অর্থনীতির মৌলবাদ এবং তার পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্কট এবং অস্থিরতা প্রমাণ করে, 'ইতিহাস শেষ হয়ে যায়নি', লিবারেল ক্যাপিটালিস্ট রাষ্ট্রে এসে মানুষের সামাজিক বিবর্তন থেমে থাকবে না।

পশ্চিমের অনেক চিন্তা আ... রাষ্ট্রীয় ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে... প্রায় বিনা প্রশ্নে এবং নিজের ... চিন্তার পরিবর্তিত 'ফ্যাশন'... করেছি। সচেতন অনেকেই অ... আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আচরি... ব্যক্তির আত্মোন্নয়নের উপায় ... দেখা হয়, শিক্ষিতের সামাজি... জোর কম পড়ে এবং মনে হয় ... আবহে সমাজের প্রতি ঔদাসীন... বেড়েই যায়। সম্পদ এবং ক্ষম... যেখানে বিদ্যমান সেখানে ... কাছাকাছি যাবে, ক্ষমতাবান এ... সমানভাবে স্বস্তি দেবে, এ... বিস্ময়কর। প্রসঙ্গত অর্থনী... আমরা যখন পীড়িত, পশ্চি... চিন্তাস্রোত আমাদের তীরে ... যার নাম উত্তর আধুনিকতা ... একটি দিক, প্রবল দিক, ... কার্যক্রম- 'কালেকটি... যৌথতা সামুহিকত' ... ঐতিহাসিক সন্দেহ ... করে। কিন্তু এর ... বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠ... প্রলয়ঙ্করী বন্যার সময়কা... বাতিল হয়ে যায়। এ যেন ... সমাজের একাংশের স্বার্থপর ... একটা বিকৃত এবং অপ্রয়োজনীয়... জীবনের তাগিদে সমষ্টিকে গুরু... যায় না।

আমাদের শিক্ষার ভেতরে... বিশিক্ষিতকরণ প্রক্রিয়া যা অর্থ... শিক্ষাবঞ্চিত মানুষকে শিক্ষিত ... ভাবতে শেখায় না– তার চিন্তা ... সৃজনশীলতাকে শ্রদ্ধা করাতে... কাঠামোয় একজন আরজ আলী... সহজে হয় না। শিক্ষায় হৃদয়ের ... অনুপস্থিত– এ-ও একটি গুরুত্ব... শিক্ষা ব্যবস্থার। 'মনের মু... 'উচ্চতার' নিয়ামক গুণ, বি... হৃদয়ের ভূমিকার কথা অনু... যুক্তিই জ্ঞানের এবং মূল্যায়নের... পক্ষপাত পশ্চিমী ঐতিহ্যের বৌ... করে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়... বিন্যাসকে। প্লেটো থেকে আরম্ভ... ডিউই, ইয়াসপার্স পর্যন্ত সর্বত্র... আসল নির্দেশক। আমার জানা... একমাত্র রবীন্দ্রনাথ : যিনি কর্মে, ... মানুষকে শিক্ষিত হতে আহ্বান ... উল্লেখ করা যেতে পারে, সম্প্রতি ... বিজয়ী অর্থনীতিবিদ এবং দার্শনিক... সমাজ এবং উন্নয়ন চিন্তা... অধিকার বিষয়ক কাজ– যে... বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পথে... সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, ... সাড়া জাগিয়েছে।

স্নাতকবৃন্দ

আমার আবেদন হৃদয়ে... পক্ষে, কিন্তু যুক্তির বিরুদ্ধে ন... সমাজে যুক্তি ছাড়া অন্ধত... পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে আর কি... আমার দাবি জ্ঞানে যুক্তির প্রয়ো... অনুভবে একটি সংবেদনশীল সজা... যাতে করে বস্তু এবং চেতনা... আমরা বস্তুতে পরিণত না হই। ... সকলের অন্বিষ্ট একটি 'কম্পেশ... মানবিক সমাজ। 'ইজ্ দেয়ার ইনা... পুরনো প্রশ্নের জবাব গ্যালব্রেইথ, ... খুঁজে চলেছেন। আদর্শ ও স্বপ্নও ... নইলে আমাদের লক্ষ্য থাকবে না, ... করার মানদণ্ড থাকবে না, এগোন... না। তরুণকে আমি সাহসের কথা... কেননা আমার সন্দেহ তারা তা... আর লক্ষ্যাভিসারী সমাজ পরিবর্ত... বেশি সাহসিকতাপূর্ণ কাজ আর ... স্প্যানিশ দার্শনিক গাসেট নিজের... দিতে গিয়ে বলেছেন : আমি হ... আমার অবস্থা। সুতরাং, আম... অবস্থা না বদলালে আমি এবং ... করে? আমাদের জাতীয়তাবাদকে... ও বন্টন সম্পর্কে নিজের খাতিরে... হবে, নইলে তাতে শূন্যতা ... জাতীয়তাবাদ বলতে বুঝি দেশ... প্রতি ভালোবাসা- চেতনার কৃষ্ণ... অন্ধ দানব নয়। এ স্নিগ্ধশীলিত ... ফল্গুর মত জীবনে প্রবাহমান। ... সময় প্রতিরোধে জেগে উঠবে। এ... কাজে লাগবে যদি, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ... গ্যাস অনুসন্ধানকারী কোম্পানিগু... সম্পদ পরিবেশ এবং মানুষের বি... ইন্ডিয়া কোম্পানির মত আচরণ ক... বাজার যদি আমাদের ন্যায্য অংশী... শিকারে পরিণত করে অথবা ... আধিপত্যবাদী তথ্য এবং সং... আমাদের অসহায় প্রশ্নহীন স্থূল ... করে।

স্নাতকবৃন্দ, তোমাদের মধ্যে... বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়েছ, কেউ অ... ছাত্রত্ব শেষ করে কর্মজীবনে প্রবে... ছেড়ে যাবে এ সুন্দর শ্যা... অনির্দিষ্টকালের জন্যে, কেউ ফি... শুধু আজকের দিনটির আত্মি... তোমাদের এ দুধারার স্নাত... অভিজ্ঞতাতে মিল আছে– ... আন্তর্জাতিক সংক্ষুব্ধতার যুগের ... তবুও তোমাদের প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়... কিছু জ্ঞান, শ্রেয়োবোধ, কিছু ... বৌদ্ধিক সংহতির কিছু 'আ... দিয়েছিল। একটি সম্ভাবনা-থরো-... প্রতিযোগিতাপূণ্য, অতি ক্ষিপ্রগতি ... তোমরা সফল হও, পূণ্য হও। আ... সুন্দর উদার মেধাবী গণতন্ত্রের ... তৈরি করতে তোমরা অবদান রা... কাছে আমার এই দাবি।

মাননীয় উপমহাধ্যক্ষ

এ গভীর আনন্দের বিষয়, এ ... ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকমণ্ডলী শৃঙ্খলা ... জ্ঞানমনস্কতার একটি উল্লেখযোগ... উঠেছে। এ জন্যে আপনাদের ... অভিনন্দন জানাই। আপনার কা... একটি আবেদন : আপনাদের এক... এজেণ্ডায় পাঠ এবং গবেষণার জন্য... ২. নারী এবং ক্ষমতায়ন, ৩. ... এথনিক স্টাডিজ যোগ ... করে ভেবে দেখবেন।

সুধীবৃন্দ

রবীন্দ্রনাথের একটি ... আমার কথা শেষ করি ... আমাদের স্বভাবে, আমাদে... বুদ্ধিবিকারে নিহিত হ... সর্বনাশ।' আমাদের ভেতরে... সমাজের শুভকে সংগঠিত করে। ... কল্যাণ হোক। ধন্যবাদ।

খান সারওয়ার মুরশিদ : অধ্যাপক... রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।